গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
শৃংখলা অনুবিভাগ

নং স্বাপকম/যুঃসঃ(শৃং)তদন্ত/২০১৪/২৫ তারিখঃ ২৬.০৫.২০১৪

বিষয়ঃ স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালের সহিংসতা নিরসনের লক্ষ্যে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন দাখিল।

সূত্রঃ- স্বাপকম/হাস-২/তদারকি কমিটি-১/২০০৭(অংশ-১)-২৪৩, তারিখঃ ২১.০৪.২০১৪খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে ও সুত্রোক্ত স্মারকে গঠিত স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালের সহিংসতা নিরসনের লক্ষ্যে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রণীত তদন্ত প্রতিবেদন পরবর্তী সদয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ- ২৭ পাতা।

২৬/০৫/১৪
(মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরী)
উপসচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
ও
সদস্য সচিব
তদন্ত কমিটি
ফোন-৯৫৪৫১৩৪

সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(দৃঃ আঃ উপসচিব, হাসপাতাল-২ অধিশাখা)

তদন্ত প্রতিবেদন

ভূমিকা: গত ১৯.০৪.২০১৪ তারিখ স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালে ইন্টার্নী ডাক্তার এবং একুশে টিভির সাংবাদিকদের মধ্যে এক সহিংসতার ঘটনা ঘটে। সংঘটিত সহিংসতা নিরসনের লক্ষ্যে হাসপাতাল-২ অধিশাখার ২১.০৪.২০১৪ তারিখের ২৪৩ সংখ্যক পত্র মোতাবেক নিম্নবর্ণিত ০৫ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।

২. **তদন্ত কমিটি:**

১) সৈয়দা আনোয়ারা বেগম, যুগ্ম সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় -সভাপতি

২) অধ্যাপক ডা: এম ইকবাল আর্সালান, মহাসচিব, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন -সদস্য

৩) উপ পরিচালক/সহকারী পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর -সদস্য

৪) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন, ঢাকা -সদস্য

৫) জনাব মো: জিল্লুর রহমান চৌধুরী, উপসচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সদস্য-সচিব

২.১. পরবর্তীতে ২ নং কলামে বর্ণিত সদস্যের পরিবর্তে ডা: মো: নজরুল ইসলাম, সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন, কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হন। অন্যদিকে, ৩ ও ৪ নং কলামে বর্ণিত সদস্যের প্রতিনিধি হিসেবে ডা: রুহুল ফুরকান সিদ্দিক, উপ পরিচালক (পার-১), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা এবং জনাব সাইফুল ইসলাম তালুকদার, যুগ্ম মহাসচিব, বিএফইউজে, জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা অন্তর্ভুক্ত হন।

৩. **তদন্তে গৃহীত কার্যক্রম:**

গত ১৯.০৪.২০১৪ তারিখ স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালে ইন্টার্নী ডাক্তার এবং একুশে টিভির সাংবাদিকদের মধ্যে এক সহিংসতার ঘটনা ঘটে। সংঘটিত ঘটনার বিষয়ে তদন্ত অনুষ্ঠানের পদ্ধতি/প্রক্রিয়া নির্ধারণের জন্য গত ২৪.০৪.২০১৪ তারিখ বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের বক্তব্য, বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ, তথ্য উপাত্ত এবং প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তীতে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঘটনার বিষয়ে বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সংগ্রহ করা হয়। ঘটনাস্থল স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালে সংঘটিত ঘটনার বিষয়ে পরিচালক, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতাল, অধ্যক্ষ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ইন্টার্নী ডাক্তারসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নোটিশকরত: সরজমিনে তদন্ত কমিটি গমন করে তাদের লিখিত ও মৌখিক বক্তব্য গ্রহণ করা হয়। ঘটনার বিষয়ে পরিচালক কর্তৃক প্রেস রিলিজ, প্রতিবাদলিপি, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড মাষ্টার (মেডিসিন বিভাগ) কর্তৃক জিডি এবং একুশে টিভির পরিচালক, ডা: মো: জাহিদুল ইসলাম কর্তৃক সিএমএম আদালত, ঢাকা দায়েরকৃত মামলার ফটোকপিসহ ভর্তিকৃত সংশ্লিষ্ট রোগীর নথির কাগজপত্র সংগ্রহ করা হয়। অপরদিকে, ভর্তিকৃত রোগী জনাব মাসুম হাসান চৌধুরী (মি: ঢাকা) এবং একুশে টিভির কামেরাম্যান জনাব মো: মনিরুল ইসলামসহ ০৫জনের লিখিত ও মৌখিক বক্তব্য গ্রহণ করা হয়। জনাব মোঃ ইলিয়াস হোসেন, সাংবাদিক, একুশে টেলিভিশন এর সঙ্গে নোটিশ ও ফোনে যোগাযোগ করা হয়। কিন্তু তিনি বক্তব্য প্রদান করেননি। তবে, তিনি ফোনে জানিয়েছেন তার অপর সহকর্মীদের দেয়া বক্তব্যের সাথে তিনি একমত।

26/5/14

৪ ঘটনার বিবরণ:

৪.১. বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ:

৪.১.১. দৈনিক সমকাল পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যে, গত ১৯.০৪.২০১৪ তারিখ রোজ শনিবার রাজধানীর মিটফোর্ড হাসপাতালে মারধরের শিকার হন একুশে টেলিভিশনের ছয় সাংবাদিক। চ্যানেলটির 'একুশের চোখ' প্রোগ্রামের জন্য চিত্র ধারণ করতে গেলে শিক্ষানবীশ চিকিৎসকেরা তাদের মারধর করে আটকে রাখেন। এ সময় তাদের সঙ্গে থাকা দু'টি ক্যামেরাও ভাংচুর করা হয়। এ নিয়ে দু'পক্ষে সমঝোতা বৈঠক হলেও সোমবার একুশে টেলিভিশনের পক্ষ থেকে মামলা করা হয়। এরপরই চিকিৎসকরা কর্মবিরতির ডাক দেন। ঢাকার হাকিম আদালতে মামলা করেন একুশে টেলিভিশনের পরিচালক, জাহিদুল ইসলাম। এতে হাসপাতালের পরিচালক, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো: জাকির হাসান, শিক্ষানবীশ চিকিৎসক শাহীন, শাওন, সোয়েব ও নাঈমকে আসামি করা হয়। মামলার খবর পেয়ে হাসপাতালের শিক্ষানবীশ চিকিৎসকরা তাৎক্ষণিক কর্মবিরতি শুরু করেন। মিটফোর্ড হাসপাতালের পরিস্থিতির খবর জানতে ও ছবি তুলতে কোনো সাংবাদিক সেখানে যেতে সাহস পাননি। সোমবার একুশে টিভির পরিচালক ডা: মো: জাহিদুল ইসলাম ঢাকার সিএমএম আদালতে হাজির হয়ে এ মামলা করেন। মামলার আরজিতে বলা হয়, মাসুম নামের পুরান ঢাকার একজন যক্ষ্মা রোগী দুই সপ্তাহ ধরে মিটফোর্ড হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন না। হাসপাতালের রোগীদের নানাভাবে দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে-এমন অভিযোগের পর ১৯ এপ্রিল সকাল সাড়ে ১১ টায় একুশে টিভির ষ্টাফ রিপোর্টার মো: ইলিয়াস হোসেন ও ক্যামেরা পারসন মনিরুল ইসলাম সংবাদ সংগ্রহ করতে যান। সংবাদ সংগ্রহে বাধা দিলে আসামিদের সঙ্গে বাকবিতন্ডার একপর্যায়ে অজ্ঞাত ১০/১২ জন মিলে ক্যামেরা ভাংচুর, সংবাদকর্মীদের মারধর করে কমপক্ষে তিন ঘন্টা জিম্মি করে রাখে। ওই হাসপাতালের পরিচালক, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জাকির হাসানের উস্কানি ও মদদে ইন্টার্নি চিকিৎসকরা ওই ঘটনা ঘটান বলে মামলায় বাদীপক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়।

৪.১.২. দৈনিক আমাদের সময় পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যে, বেসরকারি একুশে টেলিভিশনের অনুসন্ধানমূলক অনুষ্ঠান 'একুশের চোখ' এর ক্যামেরাম্যানসহ ৬ সাংবাদিককে পিটিয়ে আহত করেছেন পুরনো ঢাকার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালের ইন্টার্নীরা। সেই সঙ্গে তাদের সঙ্গে থাকা ক্যামেরা, বুম ও মোবাইল ফোন ভাঙচুর করা হয়েছে। আহতরা হলেন একুশের চোখের প্রতিবেদক ইলিয়াস হোসেন, নুরুন্নবী, জুলহাস কবির, ক্যামেরাম্যান হুমায়ুন কবির টিটু, মনিরুল ইসলাম মনির ও রুমি হাসান। একুশের চোখের রিপোর্টার জুলহাস কবির জানান, সকালের দিকে মিটফোর্ড হাসপাতালের ২ নম্বর ওয়ার্ডের ১ নম্বর বেডে ভর্তিরত এক যক্ষ্মা রোগীকে দেখতে যান একুশের চোখের প্রতিবেদক ইলিয়াস হোসেন ও ক্যামেরাম্যান মনিরুল ইসলাম। পরে ওই রোগীর ওজন মাপার জন্য চিকিৎসকের কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। এ সময় চিকিৎসকরা বলেন, আপনারা বাইরে যান। পরে সাংবাদিকদের বের করে দিয়ে শিক্ষানবিশ চিকিৎসকরা (ইন্টার্নী) ওই রোগীকে বকাবকি করতে থাকেন। তারা বলেন, 'হাসপাতালে সাংবাদিক নিয়ে আইছো না?'

৪.১.৩. বিষয়টি বুঝতে পেরে সাংবাদিকরা এর প্রতিবাদ করেন। এতে ইন্টার্নীরা ক্ষিপ্ত হয়ে দুই সাংবাদিককে টেনে হেঁচড়ে হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জাকির হাসানের কক্ষে নিয়ে যান। সেখানে পরিচালকের সামনেই সাংবাদিকদের সঙ্গে থাকা ক্যামেরা ও বুম ভেঙে ফেলেন কয়েকজন ইন্টার্নী। ক্যামেরাম্যান মনিরুল ইসলাম ও ইলিয়াস হোসেন সেখান থেকেই বিষয়টি একুশের কার্যালয়ে জানানোর চেষ্টা করলে পরিচালক নিজেই তাদের হাত থেকে মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়ে তা ভেঙে ফেলেন। স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক দিলীপ কুমার ইন্টার্নীদের সহযোগিতায় ওই সাংবাদিকদের কাছ থেকে সাদা কাগজে স্বাক্ষর নিতে চান। তিনি এ সময় সাংবাদিকদের বলতে থাকেন, তোরা লেখ, আমাদের কোনও ক্যামেরা ভাঙচুর করা হয়নি। সেই সঙ্গে আমাদের কোনও মারধর করা হয়নি। সাংবাদিকরা এতে অস্বীকৃতি জানান।

৪.১.৪. পরে সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজের অন্য একটি বেসরকারি টেলিভিশনের প্রতিনিধি একুশে টেলিভিশনে সংবাদ পাঠান। বিষয়টি টের পেয়ে ওই প্রতিনিধিকেও মারধর করেন ইন্টার্নীরা। বিষয়টি জানতে পেরে অন্য সাংবাদিকরা গেলে তাদেরও আটক করে রাখা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান একুশে টেলিভিশনের চিফ রিপোর্টার মাহাথির ফারুকী, প্রধান বার্তা সম্পাদক ইব্রাহীম আজাদ ও এজিএম তারেক তাবিব। এ সময় তাদেরও নাজেহাল করা হয়। এক পর্যায়ে মাহাথির ফারুকী স্বাস্থ্য মন্ত্রী ও স্বাস্থ্য সচিবসহ উচ্চপর্যায়ে কথা বলেন। পরে হাসপাতালের পরিচালক মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ) প্রতিনিধি ডাক্তার মো: আবুল হাসেম খান ঘটনাস্থলে আসেন।

৪.১.৫. দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যে, বেসরকারি টেলিভিশন একুশে টিভির অনুসন্ধানমূলক অনুষ্ঠান 'একুশের চোখে'র ক্যামেরাম্যানসহ ছয় সাংবাদিককে বেধড়ক মারধর করেছেন স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ইন্টার্নি চিকিৎসকরা। হাসপাতালের পরিচালকের নেতৃত্বে তাঁর রুমে সাংবাদিকদের আটকে রেখে তাঁদের সঙ্গে থাকা ক্যামেরা, বুম ও মোবাইল ফোন ভাঙচুর করা হয় বলেও অভিযোগ করেছেন লাঞ্ছিত সাংবাদিকরা। গতকাল শনিবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। র‍্যাব পুলিশের সহায়তায় তাঁদের উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আহতরা হলেন একুশের চোখের প্রতিবেদক ইলিয়াস হোসেন, নুরুন্নবি, জুলহাস কবির, ক্যামেরাম্যান হুমায়ুন কবির টিটু, মনিরুল ইসলাম মনির ও রুমি হাসান। জানা গেছে, চিকিৎসা সেবায় অবহেলার অভিযোগ নিয়ে প্রতিবেদন তৈরির জন্য ওই সাংবাদিকরা মিটফোর্ডে গিয়েছিলেন। গতকাল সকালে রোগীকে যথাযথ সেবা না দেওয়ায় চিকিৎসকদের সঙ্গে রোগী ও তার স্বজনদের বাকবিতন্ডা হয়। এ দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করতে গেলেই চিকিৎসকদের রোষানলে পড়েন সাংবাদিকরা। একুশের চোখের রিপোর্টার জুলহাস কবির জানান, দায়িত্ব পালনের সময় দুই সাংবাদিককে টেনেহিঁচড়ে হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জাকির হাসানের রুমে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পরিচালকের সামনেই সাংবাদিকদের সঙ্গে থাকা ক্যামেরা ও বুম ভেঙে ফেলেন কয়েকজন ইন্টার্নি চিকিৎসক। ক্যামেরাম্যান মনিরুল ইসলাম ও ইলয়াস সেখান থেকেই বিষয়টি অফিসকে জানানোর চেষ্টা করলে পরিচালক নিজেই তাঁদের হাত থেকে মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়ে তা ভেঙে ফেলেন। এ সময় স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক দিলীপ কুমার ইন্টার্নি ডাক্তারদের সহযোগিতায় ওই সাংবাদিকদের কাছ থেকে সাদা কাগজে স্বাক্ষর নিতে চান। তিনি এ সময় সাংবাদিকদের বলতে থাকেন, তোরা লেখ, আমাদের কোনো ক্যামেরা ভাঙচুর করা হয়নি। সেই সঙ্গে আমাদের কোনো মারধর করা হয়নি। সাংবাদিকরা এতে অস্বীকৃতি জানান। পরে ওই হাসপাতালে একটি বেসরকারি টেলিভিশনের প্রতিনিধি গেলে তাঁকেও মারধর করা হয়। বিষয়টি জানতে পেরে একুশে টেলিভিশনের চিফ রিপোর্টার মাহাথি ফারুকী, সিএনই ইব্রাহীম আজাদ ও এজিএম তারেক তাবিব হাসপাতালে ছুটে যান। তবে, তাদেরও নাজেহাল করা হয়। বিকেলের দিকে র‍্যাব ও কোতোয়ালি থানার পুলিশের সহায়তায় অবরুদ্ধ সাংবাদিকদের উদ্ধার করা হয়। মাহাথির ফারুকী জানান, রোগীদের চিকিৎসা সেবায় অনিয়ম নিয়ে রিপোর্ট পেয়ে পর পর আরো দুটি টিম সেখানে পাঠানো হয়। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

৫. অভিযোগকারী রোগী জনাব মোঃ মাসুম হাসান চৌধুরী (মিঃ ঢাকা) ও তার স্ত্রীর বক্তব্য:

৫.১. ভর্তিকৃত রোগী জনাব মো: মাসুম হাসান চৌধুরী (মি: ঢাকা) তার বক্তব্যে জানান যে, গত ১৯.০৪.২০১৪ তারিখ ১২.০০ ঘটিকার সময় তিনি হাসপাতালের ইন্টার্নী ডাক্তারের রুমে ওজন মাপার জন্য যান এবং যথারীতি ওজন মাপেন। কিন্তু ঐ সময় সাংবাদিকগণ উক্ত কক্ষে উপস্থিত ছিলেন। তার ওজন মাপাতে একটু সময় বেশী লাগায় তাকে জোর জুলুম করে ওখান থেকে বের করে দেয়া হয় এবং তাকে একজন ডাক্তার ধাক্কা দেন। তার সাথে খারাপ ব্যবহার করায় ডাক্তার ও সাংবাদিকগণের মাঝে কথা কাটাকাটির এক পর্যায় দুই পক্ষের মধ্যে গন্ডগোলের সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে ইন্টার্নী ডাক্তারগণ সাংবাদিকগণের ক্যামেরা ও অন্যান্য জিনিসপত্র ভাংচুর করেন এবং আটকিয়ে রাখেন। পরবর্তীতে ডাক্তারগণ ২নং ওয়ার্ডের ১নং বেডে ঢুকে তাকে মারধরের চেষ্টা করেন। তিনি ভয়ে ছাড়পত্র না নিয়েই হাসপাতাল ত্যাগ করেন। তিনি আরো জানান যে, ইন্টার্নী ডাক্তারগণ সাংবাদিক

ইলিয়াস এবং ক্যামেরাম্যান মনিরুল ইসলামকে তার এবং তার স্ত্রী শান্তি বেগমের সম্মুখে মারধর করেছেন। সাংবাদিকগন মাত্র দু'জন ছিলেন বিধায় তারা ইন্টার্নী ডাক্তারগনকে মারতে পারেননি। পরবর্তীতে ডাক্তারগণ সাংবাদিকগনকে টানতে টানতে রাস্তায় নিয়ে যান। পরে লোকজনের কাছে শুনতে পান যে, তাদেরকে আটকিয়ে রেখেছে এবং স্ত্রী শান্তী বেগমকেও আটকিয়ে রেখেছে। সাংবাদিক ইলিয়াস তার কাছে এসেছিলেন চিত্র নায়ক শাকিবের ডকুম্যান্ট নিতে। যারা সাংবাদিকগণকে মেরেছে তিনি তাদের অনেককে দেখলে চিনবেন এবং তার স্ত্রীও তাদেরকে চিনবেন। ডা: রফিকুল ইসলাম খুবই ভাল লোক, তিনি তার কলারে কখনই হাত দেননি।

৫.২. **রোগী জনাব মো: মাসুম হাসান চৌধুরীর স্ত্রী শান্তী বেগম** তার বক্তব্য জানান যে, তার স্বামীর সাথে হাসপাতালে থাকায় ইন্টার্নী ডাক্তারগণ তাকে মারতে যায় কিন্তু অন্য একজন ডাক্তার তাকে সরিয়ে নিয়ে যায়। ফলে তিনি তাদের হাত থেকে কোনমতে রক্ষা পান। সাংবাদিককে তার সম্মুখে ডাক্তারগণ মেরেছেন।

৬. <u>সাংবাদিকগণের বক্তব্য:</u>

৬.১. **জনাব মনিরুল ইসলাম, ক্যামেরা পার্সন, একুশে টেলিভিশন, ঢাকা** তার বক্তব্যে জানান যে, গত ১৯ এপ্রিল সকাল ১১.৩০ টায় তিনি ও তার সহকর্মী রিপোর্টার ইলিয়াস হোসেন তার এক রোগীকে দেখার বা খোজ খবর নিতে যান। নিছক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ ছিল। সেদিন তাদের কাজ বা এ্যাসাইনম্যান্ট ছিল গাজীপুরে। দেখা করেই তারা কাজে চলে যেতেন। মিটফোর্ড মেডিসিন ওয়ার্ডের সামনে যাওয়া মাত্রই গেটে বাধার সম্মুখীন হন। তারা ক্যামেরা অ্যালাউ করেননি। বাধ্য হয়েই তিনি বাইরে থেকে যান, রিপোর্টার ভেতরে যান। কিছুক্ষণ পরই রোগীসহ রিপোর্টার ডাক্তার দেখাতে যান। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি তার রিপোর্টারকে ধাক্কাধাক্কি তথা লাঞ্চিত করতে দেখতে পান। সংবাদ কর্মী হিসেবে রেকর্ড রাখার স্বার্থে, পেশাগত স্বার্থে ক্যামেরা চালু করেন। এরপরই তাদের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে তাকেও আক্রমন করেন। সেই সময় ইন্টার্নী ডাক্তারগণ তাকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেন, ক্যামেরা নিয়ে টানা হেঁচড়া শুরু করেন। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে তারা প্রশাসন অর্থাৎ হাসপাতালের পরিচালকের কক্ষে যেতে রওনা দেন। পরে আবারও তারা তাকে হামলা করেন। তাকে বেধড়ক পেটান, ক্যামেরা ছিনিয়ে নিয়ে ভেঙ্গে ফেলেন। পরে তাদের ধরে এক রুমে নিয়ে যাওয়া হয়। ঐখানে তাদের আটক করে কলেজের অধ্যক্ষ ডা: দিলিপ কুমার কিছুই ঘটেনি উল্লেখপূর্বক স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করেন। তারা এটা পেশার পরিপন্থি বিধায় লিখতে অস্বীকৃতি জানালে আবার চড়াও হন। ২য় দফায় মারধোর করেন। পরে পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জাকির হোসেন উপস্থিত হন। তাদেরকে পরিচালকের কক্ষে নিয়ে যাওয়া শুরু করেন। কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্য, রাস্তায় তার উপস্থিতিতে ৩য় দফা তাদের আরো হামলা করে ইন্টার্নী ডাক্তাররা। তারা প্রশাসনের কারো উপস্থিতি তোয়াক্কা না করে এ কাজ করে। পরিচালকের ভূমিকাও প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। পরিচালকের উপস্থিতিতে উনার অধীনস্থরা কিভাবে এ ধরণের আচরন করতে পারে। অবশেষে, তারা পরিচালকের কক্ষে পৌছান। সেখানে পৌছানোর আগে টিভি Station এর Source মারফত Scroll প্রচারিত হলে তারা নিউজ প্রচার বন্ধ করতে তাদের নানাভাবে চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন। এক পর্যায়ে তাদের জিম্মি করে Scroll বন্ধ করান। পরিচালকের কক্ষেও তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা হয়। তাদের বর্ণনার সত্যতা পেতে সেই সময় সকাল ১১ টা থেকে ২.৩০ মি: পর্যন্ত হাসপাতালের ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহ করলেই প্রকৃত ঘটনা প্রমানিত হবে। তিনি বলেন, স্বাধীন গনমাধ্যমের ওপর হামলা গ্রহণযোগ্য নয়।

তিনি জানান যে, তিনি দেখেছেন তাদের রিপোর্টার জনাব ইলিয়াস হোসেন, রোগী মাসুম, ডিউটি রুমের ইন্টার্নী কিছু চিকিৎসকের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি হচ্ছে। রিপোর্টারকে বের করে দেয়া হয়। তখন তিনি ক্যামেরা চালু করেন। দৃশ্য ধারন করেন, সে ক্যামেরা তারা ভেঙ্গেছেন এবং ক্যাসেটও তাদের কাছে আছে। যারা তার গায়ে হাত দেন, কিল-ঘুষি মারেন তাদের দেখলে তিনি চিনবেন। সুনির্দিষ্টভাবে নাম জানেন না। তারা প্রথমে ছিল প্রায় ২০/২৫ জন, পরে আরো বাড়ে। ঐদিন পরীক্ষার দিন ছিল। ওয়ার্ডের সিসি ক্যামেরা পরীক্ষা করা হলে সব দৃশ্য/ঘটনা জানা যাবে। রোগী মাসুমকে তারা পূর্ব থেকে চিনেন এবং তিনি তাদেরকে অনেক রিপোর্ট সংক্রান্ত তথ্য দেন। প্রথম

দু'পক্ষের মধ্যে কি নিয়ে কিভাবে বাক বিতন্ডা শুরু হয় তা তিনি দেখেননি। টেনে হেঁচড়ে জোর জবরদস্তি করে স্যারের রুমে নিয়ে যান। সাদা কাগজে লিখিত দিতে বলেন। অধ্যক্ষও লিখতে বলেন, তারা বলেন আপনারা লিখুন, তার স্বাক্ষর করে দিবে। পরিচালক ঐ নার্স/ডিউটি রুমে আসেন, তখনও তারা মার খেয়েছেন, তবে পরিচালক মারতে বলেননি। পরিচালকের নিয়ন্ত্রণ হাসপাতাল নেই বলে মনে হয়েছে। পরিচালক জনাব নুরুন্নবীর মোবাইল ইচ্ছেকৃতভাবে কেড়ে নিয়ে ভেঙ্গে ফেলেন। তাদের মারধর করার পর মনে করেন তাদের নিকট থেকে লিখিত কিছু রাখা প্রয়োজন বা এটা শেষ করা প্রয়োজন। পুলিশের সামনে তারা মার খেয়েছেন। বৈঠকের মতো একটা কিছু হয়েছে তবে সমাধান হয়নি। মিমাংসার ক্ষেত্রে তারা ক্যামেরা, মোবাইল যা ভাংগা হয়েছে তা ফেরত চান। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তা ফেরত দেয়ার দায়িত্ব নেননি। ফলে, মিমাংসা হয়নি। পরিচালক সৌজন্যবোধ থেকে তাদের এগিয়ে দিয়ে যান। সত্য নয় যে, মিমাংসা হয়েছে। ইন্টার্নীরা মা বাবা তুলে গালিগালাজ করেছেন। ঐদিন নিউজ করতে যাননি, মাসুমকে দেখতে যান। সত্য নয় যে, তাদের আটক করা হয়নি। সত্য যে, পরিচালক তাদের নিরাপত্তার জন্য তার রুমে রেখেছেন। Scroll এ নিউজ দেখে পরিচালক বলেন, নিউজ বন্ধ করার জন্য। ইন্টার্নীরা এতে আরো ক্ষিপ্ত হয়। পরিচালকের রুমের, ওয়ার্ডের সিসি ক্যামেরা পরীক্ষা করলে সত্য বের হবে। পরিচালকের রুমে সিসি ক্যামেরা তখন সচল ছিল।

৬.২. **জনাব মো: হুমায়ুন কবির, ক্যামেরাম্যান, একুশে টেলিভিশন, ঢাকা** তার বক্তব্যে জানান যে, গত ১৯ এপ্রিল ২০১৪ তার সহকর্মী ইলিয়াস হোসেন (রিপোর্টার) ও ক্যামেরাম্যান মনিরুল ইসলামকে মিটফোর্ড হাসপাতালে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে কিছু ডাক্তারের হামলার শিকার হয়েছেন বলে অফিস থেকে তাদের জানানো হয় এবং তাদেরকে বলা হয় যে, মিটফোর্ড হাসপাতালে গিয়ে ঘটনাটি মিমাংসা করতে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে। তারা পরিচালকের রুমের সামনে যেতেই কিছু ডাক্তার তাদেরকে বলেন "এ তোরা কারা, একুশে টেলিভিশন থেকে এসেছিস। তোরা চলে যা", তারা দু'জনই চলে আসেন। তারা নীচতলায় আসার পর পিছন থেকে কিছু ডাক্তার তাদের ধরার জন্য বলেন। তখন তারা দু'জনই পালানোর চেষ্টা করেন। তখন ডাক্তাররা পিছন থেকে তাকে ধরে ফেলেন এবং তার কাছ থেকে ক্যামেরা নিয়ে যেতে চান, তাকে মারতে থাকেন এবং টেনে পরিচালকের রুমের দিকে নিয়ে যান। পরিচালকের রুমের সামনে যাওয়ার পরে তিনি যান। তারপরেও পরিচালকের সামনে থেকে তাকে আবার টেনে বের করে নিয়ে যান। পরিচালকের রুমের সামনে তাকে আবার মারতে থাকেন। কয়েকজন মহিলা ডাক্তারও ছিলেন। পরে একজন ডাক্তার তাকে পরিচালকের রুমের ভেতরে নিয়ে যান। তার ক্যামেরা আংশিক নষ্ট হয়ে যায়। তাকে যারা মেরেছে তিনি তাদের দেখলে চিনবেন। সিসি ক্যামেরায় ঘটনা রেকর্ড হয়েছে তা পরীক্ষা করলে সত্য বেরিয়ে আসবে বলে তিনি জানান। উভয় পক্ষের নিষ্পত্তির জন্য কথাবার্তা হয়েছে কিন্তু সমাধান হয়নি।

৬.৩. **জনাব মো: রুমি হাসান তালুকদার, ক্যামেরাম্যান, একুশে টেলিভিশন, ঢাকা** তার বক্তব্যে জানান যে, গত ১৯ এপ্রিল সময় ১২.৩০ মিনিট, তিনি মিটফোর্ড হাসপাতালে যান। পরে ভেতরে যান, যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে এবং রিপোর্টারকে মারধর করে এবং ক্যামেরা ভাংচুর করে। পরে পরিচালকের রুমে আটকে রাখা হয়। তাদের আনার জন্য অফিস থেকে কর্তৃপক্ষ যান। তাদেরও আটকিয়ে রাখে। পরে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়। তাদের কাছে মনে হয়েছে পরিচালকের রুমে তাদের আটক করে সমাধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। কোন মিমাংসা হয়নি। তাকে যারা মেরেছে তাদের দেখলে তিনি চিনবেন। পরিচালকের ইন্টার্নীদের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ ছিলনা । তবে, পরিচালক নিয়ন্ত্রনের চেষ্টা করেছেন কিন্তু ইন্টার্নীরা তার কথা শুনেননি।

৬.৪. **জনাব মো: জুলহাস কবীর, রিপোর্টার, একুশে টেলিভিশন, ঢাকা** তার বক্তব্যে জানান যে, গত ১৯ এপ্রিল ২০১৪ তার সহকর্মী ইলিয়াস হোসেন (রিপোর্টার) ও মনিরুল ইসলাম (ক্যামেরাম্যান) কে মিটফোর্ড হাসপাতালে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে কিছু ডাক্তারের হামলার শিকার হতে হয় বলে অফিস থেকে জানানো হয় এবং তাকে বলা হয় মিটফোর্ড হাসপাতালে গিয়ে ঘটনাটি মিমাংসা করতে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে। অর্থাৎ অফিসের প্রতিনিধি হিসেবে তাকে এবং তার সহকর্মী ক্যামেরাম্যান হুমায়ুন কবীর টিটুকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত

হন। পুলিশ এবং ডাক্তারের পরামর্শে তিনি পরিচালকের কক্ষের সামনে যান। তার কক্ষের সামনে অন্তত ৩০ থেকে ৪০ থেকে ৫০ জন ডাক্তার তাদের পরিচয় জানতে চান। তারা তাদের পরিচয় দেন এবং বলেন যে, তারা অফিস থেকে এসেছেন পরিচালকের সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু ডাক্তাররা তাদের দিকে তেড়ে আসেন মারার জন্য। তখন তারা ডাক্তারদের বলেন যে, তারা অফিসের প্রতিনিধি হিসেবে এসেছেন। কিন্তু ডাক্তাররা তাদের সেখানে প্রবেশ করতে দেননি। যা পরিচালকের কক্ষের সামনে থাকা সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখলেই পরিষ্কার হবে।

এরপর তারা সেখান থেকে চলে আসেন নীচতলায়। কিন্তু কিছু ছাত্র তাদের পিছনে এসে কিল ঘুষি মারতে শুরু করেন। পুলিশের সামনে তাকে এবং টিটুকে তারা আঘাত করতে থাকেন। ঐ সময় তারা হাসপাতালের ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ ভ্যানে উঠে পড়েন। কিন্তু টিটু ভ্যানে উঠতে পারেন না। পুলিশের সহযোগিতা চাইলে তারা তাকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইন্টার্নী ডাক্তারগণ টিটুকে অমানবিক নির্যাতন চালান। ক্যামেরায় আঘাত করেন। তারা দু'জন পুলিশের গাড়িতে উঠার পরও সেখানে তারা তাকে বিভিন্নভাবে আঘাত করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, মাত্র দু'জন পুলিশ সদস্য তাদেরকে বাঁচাতে ১০০ জনের মত ডাক্তারের কাছে অসহায় ছিলেন। এক পর্যায়ে তারা তাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে পরিচালকের কক্ষে নিয়ে যান।

তার এবং টিটু সাহেবের প্রতি এই অমানবিক আচরণ খুবই দু:খজনক। এরপর সেখানে পরিচালকের কক্ষেও ইন্টার্নি ডাক্তাররা মাঝে মাঝে পরিচালক এবং অধ্যক্ষের উপস্থিতিতে তাদের দিকে উত্তেজিত হয়ে তেড়ে আসেন মারার জন্য।

এরপর তাদের জন্য আরো একটি টিম নরুন্নবী ও রুমি হাসান আসেন মিমাংসার জন্য। তাদেরকেও লাঞ্ছিত করা হয় এবং ক্যামেরা ভেঙ্গে ফেলা হয় পরিচালকের কক্ষের সামনে। যা হাসপাতালের সিসি ক্যামেরা ফুটেজগুলো দেখলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। তাদের সকলের সামনে এবং অধ্যক্ষ ও বেশ কিছু সিনিয়র অধ্যাপকের সামনেই পরিচালক নরুন্নবীর মোবাইল ফোনটি আছাড় দিয়ে ভেঙ্গে ফেলেন এবং তার ফোনগুলোও আটকে রাখেন। ফোনগুলো রেখে দেয়ার কারণে তারা কোনভাবেই অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছিলেন না।

পরে তাদের প্রধান বার্তা সম্পাদক, চিফ রিপোর্টারসহ অফিসের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আসেন। তারপর দীর্ঘক্ষণ বাক বিতন্ডার মধ্যে দিয়ে চলে। পরে তারা সবাই চলে আসেন। উল্লেখ্য, পরিচালকের কক্ষে থাকা অবস্থায় ইন্টার্নী ডাক্তাররা তাদেরকে বিভিন্নভাবে কুটুক্তি করতে থাকেন। যা বারবার উত্তেজনা ছড়াচ্ছিল। বিএমএ এর সদস্য, পরিচালক, অধ্যক্ষসহ বেশ কিছু অধ্যাপকের উপস্থিতিতে এমন ঘটনা তাকে কষ্ট দেয়।

এক পর্যায়ে পরিচালক এবং অধ্যক্ষসহ ইন্টার্নী ডাক্তাররা তাদের সিএনইকে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিতে বলেন। সংবাদ সম্মেলন করে বলতে বলেন যে, এখানে কোন ঘটনা ঘটেনি এমন সংবাদ প্রচার করতে। কিন্তু এমন সংবাদ প্রচার করতে রাজী না হওয়ায় আবারও উত্তেজনা বাড়ে কিন্তু কেউ তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। এক পর্যায়ে তাদের সিএনই চিফ রিপোর্টারসহ কোন মিমাংসা ছাড়া সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন। পরিচালক তাদেরকে নীচ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যান। যাতে আবার কোন ঘটনা না ঘটে সে জন্য।

যারা তাকে মেরেছে তাদের দেখলে তিনি চিনবেন। নামে কাউকে চিনেন না। পরিচালকের রুমে উত্তেজনা ছিল। কয়েক ঘন্টা ধরে উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়। কিন্তু কোন লিখিত দেয়া হয়নি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ লিখিত দিতে বলে ছিল। উভয় পক্ষ থেকে সরি বলা হয়। কিন্তু লিখিত দিতে বলা হলেও দেয়া হয়নি। তিনি ইলিয়াস ও মনিরুল হাসানকে পরিচালকের কক্ষে দেখেছেন।তারা চেষ্টা করেন লিখিত নিয়ে প্রেস ব্রিফিং দিয়ে ঘটনাটি নিষ্পত্তি করার। কিন্তু অনুরূপ কিছুতে তাদের সিনিয়রগণ রাজী হননি। ইন্টার্নীরা খুব উত্তেজিত ছিলেন। তারা চেয়েছিলেন সংবাদের মাধ্যমে তাদের ক্ষমা চাইতে হবে কিন্তু তারা রাজী হননি।

৬.৫. মোহাম্মদ নুরুন্নবী, রিপোর্টার, একুশে টেলিভিশন বলেন যে, ২য় তলায় পরিচালক বিগ্রেডিয়ার জাকির হাসানের কক্ষের দরজার সামনে পৌঁছান। সেখানে অনেক ইন্টার্নী ডাক্তার এর জটলা ছিল। তারা পরিচয় দিয়ে

পরিচালকের সাথে দেখা করতে চান কিন্তু তাদের সেই সুযোগ না দিয়েই সেখান থেকে টানা হেঁচড়া করে তারা তাদের দূরে সরিয়ে নিয়ে আসেন মারধোর শুরু করেন এ ধরনের পরিস্থিতি তাদের কল্পনারও বাইরে ছিল তারা তাদের গালাগালিও করেন, back bancher reporter হয়েছেন বলেন। ক্যামেরাম্যানের ক্যামেরা নিয়ে টানা হেঁচড়া করেন। প্রথমে দিতে না চাইলে তাকে অনেক বেশি উপর্যুপরি মার' হয়। তিনি তাদের অনেক অনুরোধ করার পরও শোনেননি। এরিমধ্যে পরিচালক রুম থেকে unifrom পড়া অবস্থায় বেড়িয়ে আসেন। তিনি তার কাছে ছুটে গিয়ে জানান যে, তারা আলোচনার জন্য এসেছেন। অথচ তার উপস্থিতিতেই তার ইন্টার্নী ডাক্তাররা তাদের দামী ক্যামেরা ভাংচুর চালান। তিনি পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষন করে বলেন " আপনি দাড়িয়ে, আপনার সামনেই আমার ক্যামেরা ভাংচুর করছে। আপনি কিছুই করছেন না"। তিনি কিছুই বললেন না।

পরিচালক, আবার তার সিট থেকে লাফিয়ে উঠে এসে তার কান থেকে জোর করে Nokia ফোনটি কেড়ে নেন। এ সময় তার সহকর্মী ইন্টার্নীরাও ক্ষেপে যান। পরিচালক উত্তেজিত হয়ে তার মোবাইল ছিনিয়ে নিয়ে ফ্লোরে ছুড়ে মারেন। মোবাইলটি ভেঙ্গে ফেলেন। তাদের বলেন "অফিসে যোগাযোগের চেষ্টা করিস। সমাধানের জন্য তো আমিই যথেষ্ঠ। এত বড় সাহস তোর"। তাদের কোন কথাই তারা বলতে দেননি।

পরিচালক এর কক্ষে গিয়ে তারা তাদের আরো কয়েকজন সহকর্মী, রিপোটার ইলিয়াস হোসেন, জুলহাস কবির ক্যামেরাম্যান, মুহাম্মদ হুমায়ুন কবির টিটো এবং মনিরুল ইসলামকে বসা দেখতে পান। তাদের দেখে বোঝা যায়, তাদের অনেক বেশি পরিমান হেনস্তা করা হয়েছে।

তিনি শুনেছেন ইন্টার্নী ডাক্তার, প্রফেসর এবং পরিচালক তাদের চাপ দিচ্ছেন টিভির scroll বন্ধ করতে। তার বক্তব্যের সত্যতার জন্য তদন্ত কমিটিকে সকাল ১১ টা থেকে আড়াইটার মধ্যে সিসি ক্যামেরার ভিডিও ফুটেজ তলব করার অনুরোধ করেন। সেই সময় পরিচালক এর কক্ষে প্রায় ৩২ টি ক্যামেরা সচল ছিল। সেগুলো সংগ্রহ করলেই তদন্তে অগ্রগতি হবে বলে তিনি মনে করেন।

তাদের কাউকে আর কথাই বলতে দেয়া হয়নি। শুধু শাসানো হয়েছে। আর সে সময় যে কর্তব্যরত র‍্যাব এবং পুলিশ ছিল তারা এসে পরিচালককে স্যালুট করে চলে যান।

তারো অনেক পরে ETV Administration, News এর CNE, Chief Reporter এবং PS to chairman উপস্থিত হন। তারা উপস্থিত হবার পরও তাদের সাথে অসৌজন্যমূলক কথাবার্তা বলা হয়। পরিচালকের সামনেই তাদের অপমান করা হয়।

এক পর্যায়ে তারা ETV প্রশাসনকে চাপ দিয়ে লিখিত undertaken নেয়ার চেষ্টা চালান। News এ দু:খ প্রকাশ করার জন্য চাপ দিতে থাকেন। এক পর্যায়ে CNE বলেন, "আমাদের জিম্মি করে যদি আপনারা আপনাদের কথাই বাস্তবায়ন করতে চান, তাহলে আমাদের আটকে রাখেন, মেরে ফেলেন, আপনাদের কথা মততো news modify হতে পারে না। সরকারের দেয়া এ সব বৈধ card, তথ্য অধিকার আইন, স্বাধীন গনমাধ্যমের কি কোনই মূল্য নেই আপনাদের কাছে"।

তিনি বলেন, মিটফোর্ড তো পৃথক কোন state নয়। গণমাধ্যমে প্রবেশ করতে পারবেনা, news করতে পারবেনা এটা তো হয় না। এক পর্যায়ে তিনটার সময় অন্যান্য station এ news প্রচারিত হতে থাকলে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে ETV এর আটকা পড়া সবাই মুক্ত হন। যদি মিটফোর্ডে সব কিছু ভালভাবে চলে তাহলে গণমাধ্যম কর্মীদের ওপর এত চড়াও কেন তারা।

তিনি আরো বলেন, তাকে মেরেছে। পরিচালক চেয়ার থেকে উঠে এসে তার ফোন অর্থাৎ মোবাইল ফোন জোর করে নিয়ে ফ্লোরে আছাড় মেরে ভেঙ্গে ফেলেছেন। যারা তাকে মেরেছেন তাদের দেখলে তিনি চিনবেন।

news প্রকাশ করা বন্ধ করার জন্য বার বার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলতে থাকেন live করে দুঃখ প্রকাশ করার জন্য বলা হয়। হাসপাতালের সিসি ক্যামেরা তখন সচল ছিল তা পরীক্ষা করা হলে সত্য বের হবে।

৭. **সংশ্লিষ্ট ইন্টার্নী ডাক্তার, অন্যান্য ডাক্তার ও কর্মকর্তাদের বক্তব্য:**

৭.১. **ডা: শাওন দাস, ইন্টার্নী চিকিৎসক,** তার বক্তব্যে জানান যে, ঘটনাটি বেলা ১১.৩০ থেকে বেলা ৩.০০টার মধ্যে সংঘটিত হয়। তাই ঘটনাস্থলে অনুপস্থিত থাকায় ঘটনার কোন বিবরণ দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

৭.২. **ডা: শাহীন রেজা, ইন্টার্নী চিকিৎসক** তার বক্তব্যে জানান যে, উক্ত ঘটনায় তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনুপস্থিত ছিলেন। তাই, ঐ দিনের ঘটনা সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। সাংবাদিকদের মামলায় তারা শাহিন নাম উল্লেখ করেছেন। এ হাসপাতালে শাহিন নামে কয়েকজন ডাক্তার কর্মরত। এই শাহিন তিনি কিনা তিনি নিশ্চিত নন। যেহেতু ঐ দিনের ঘটনায় তিনি সর্ম্পূণরূপে অনুপস্থিত ছিলেন তাই তাকে উক্ত ঘটনা থেকে অব্যাহতি প্রদান করার দাবী করেন।

৭.৩. **ডা: নাঈম হাসান, ইন্টার্নী ডাক্তার** তার বক্তব্যে জানান যে, তিনি মোবাইল ফোনে জানতে পারেন মেডিসিন বিভাগে সাংবাদিকদের সাথে তাদের ডাক্তারদের ঝামেলা চলছে। এ অবস্থায় তিনি মেডিসিন বিভাগে গিয়ে দেখেন সেখানে ২ জন সাংবাদিকের সাথে কথা বলছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর ডা:দিলীপ কুমার ধর। তিনি কথা বলতে বলতে কিছুক্ষণের মধ্যে পরিচালক ও উপ পরিচালক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং দু'জন সাংবাদিককে পরিচালকের কক্ষে নিয়ে যান নিরাপত্তার স্বার্থে। এরপর তিনি পরিচালকের রুমে আসেন। পরিচালক সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে থাকেন। এরমধ্যে এ ঘটনার সংবাদ একুশে টিভির Scroll এ প্রচারিত হয়। কিছুক্ষণ পর একুশে টিভির উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এসে উপস্থিত হন এবং পরিচালক ও সাংবাদিকদের মধ্যে একটি সমঝোতার সূচনা হয়। এরপর সাংবাদিকগণ পরিচালকের সাথে সাথে হাসপাতাল ত্যাগ করেন। এরপর সন্ধ্যায় একুশে টিভিতে আবারো খবর প্রকাশ শুরু হয়।

৭.৪. ডা: শোয়েব, ইন্টার্নী চিকিৎসক জানান যে, গত ১৯-০৪-২০১৪ তারিখ বেলা আনুমানিক ১২/১২-৩০ ঘটিকায় হাসপাতালে সংঘটিত ঘটনার খবর পেয়ে তিনি পরিচালকের কক্ষে আসেন। এ সময় এসে দেখেন যে, পরিচালক তার কক্ষে উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনছেন। এর কিছু সময় পর একুশে টিভি কর্তৃপক্ষের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কয়েকজন ঐ কক্ষে প্রবেশ করেন। এরপর পরিচালক ও একুশে কর্তৃপক্ষ উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনেন এবং প্রত্যেকেই ঘটনাটিকে একটি ভুল বুঝাবুঝি বলে স্বীকার করেন। এরপর পরস্পর পরস্পরের কাছে দু:খ প্রকাশ করে একটি সমঝোতায় উপনীত হন। এ সময় একুশে টিভি কর্তৃপক্ষ পরিচালকে সমঝোতার বিষয়ে একটি প্রেস রিলিজ পাঠাতে বলেন। পরিচালককে তাদের স্বসম্মানে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসেন। পরবর্তীতে এ সংক্রান্ত প্রেস রিলিজ পাঠানো হলেও তার জানামতে তা আর প্রচারিত/প্রকাশিত হয়নি।

৭.৫. ডা: রাজীব কুমার সাহা (কো৬-১২০৬৬৬) সহ: রেজিষ্ট্রার, রেসপিরেটরী মেডিসিন জানান যে : মাসুম, ৪৮ বছর বয়স, গত ৩০-০৩-২০১৪ তারিখ রেসপিরেটরী মেডিসিনে যক্ষা, ডায়াবেটিস ও হাইজোনির্ডমোথোরাক্স নিয়ে ভর্তি হয়। তাকে বুকের ভেতর টিউব দিয়ে পানি ও বাতাস বের করতে চাইলে সে প্রথম থেকেই অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু এটাই একমাত্র চিকিৎসা বিধায় সে অবশেষে রাজী হয়। প্রথম দিন থেকেই সে টিউব খোলার জন্য রাগারাগী করে। কিন্তু অবস্থার উন্নতি হতে সময় লাগে। যেহেতু রোগটি জটিল। তাই প্রায়ই সে ডাক্তারদের সাথে খারাপ ব্যবহার করত। তার অনেক উপরের মাপের লোকজন আছে বলে ভয় দেখাতো। উল্লেখ্য যে, রোগটি মদ্যপায়ী ও ধুমপায়ী।

তিনি আরো জানান যে, গত ১৯-০৪-২০১৪ তারিখে টিউব খুলে দেয়া হলে সে সাংবাদিক ও বাইরের লোকজন আনবে এবং ডাক্তারদের দেখে নেবে বলে ভয় দেখায়। অত:পর রোগী ৫-৭ জন লোকসহ রেসপিরেটরী মেডিসিন কক্ষে প্রবেশ করে। তখন সহযোগী অধ্যাপক ডা: রফিকুল ইসলাম স্যার তাকে বাইরে দাঁড়াতে বললে সে

স্যারকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে। এদের মধ্যে একজন নিজেকে সাংবাদিক হিসেবে দাবি করে। রোগী এবং রোগীর লোকজনকে স্যার বাইরে যেতে বললে তারা স্যারের কলার ধরে এবং শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। তখন তারা যারা রেসপিরেটরী রুমে ছিলেন তারা তাদের থামাতে চেষ্টা করেন। তারা তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন এবং রুমের কম্পিউটার ও আলমারি ভাংচুর করেন। তারা ক্যামেরা চালু করে ভিডিও শুরু করেন। ভিডিও করতে করতে তারা দরজার বাইরে যান।

৭.৬. ডা: নারওয়ানা খালেক, আই.এম.ও মেডিসিন, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল, তার বক্তব্যে জানান যে, ঘটনার দিন তারা রেসপিরেটরী মেডিসিন বিভাগের অধ্যক্ষের রুমে বসেছিলেন। ভর্তিকৃত রোগীকে ওজন মেপে জানানোর কথা বলা হয়েছিল। কক্ষে প্রচুর ভীড় থাকা সত্ত্বেও বাইরে না গিয়ে উপস্থিত ডাক্তারদের সঙ্গে রোগী তর্ক করতে শুরু করে। একপর্যায়ে রোগীর অ্যাটেনডেন্টরাও গোলমাল করতে থাকে এবং ধাক্কাধাক্কি শুরু করে। কক্ষের কম্পিউটারটি ধাক্কাধাক্কির কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং বুকসেল্ফের কাঁচও ভেঙ্গে যায়। তিনি জানান যে, তাদের স্যারকেও (সহযোগী অধ্যাপক, ডা: রফিকুল ইসলাম) অ্যাটেনডেন্টরা অপমান করেন। এরপর উত্তেজিত রোগী এবং তার অ্যাটেনডেন্টসহ ডাক্তাররা কক্ষ থেকে বেরিয়ে যান এবং প্রিন্সিপাল স্যার এর নিকট নিয়ে যান।

৭.৭. **ডা: কাজী মাহবুবে খোদা, সহকারী অধ্যাপক, রেসপিরেটরী মেডিসিন, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল,** তার বক্তব্যে জানান যে, গত ১৯.৪.২০১৪ তারিখ আনুমানিক সকাল ১১.০০ ঘটিকার সময় তাদের মাসুম নামে রোগীর আন্ত-বিভাগ ভর্তির ডিস্চার্জ দেওয়ার সময় ওজন মাপার জন্য এবং ঔষধের মাত্রা নির্ধারণের জন্য ডাকা হয়। রোগীটি Diabeties Mellitus, Relapse Pulmonary Tubar Culosis with Pyo-neumothorax নিয়ে ভর্তি ছিল এবং তাকে Intercostal Tube Drainage দেয়া হয়েছিল। রুমটি ছোট এবং রোগীটি Infectious রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে তাকে বাইরে বসে ওজন মাপতে বলা হয়। এতে রোগী ও রোগীর সাথে থাকা ৪/৫ জন লোক ক্ষিপ্ত হয়। অযথা ধস্তাধস্তি হৈচৈ শুর করে এবং ধাক্কা দিতে শুরু করে। কোন কিছু বোঝার আগেই ক্যামেরা বাহির করে ছবি তুলতে শুরু করে। কেন ছবি তুলছেন, আপনাদের পারমিশন কোথায় বললে তারা বলে আমরা সাংবাদিক তোদের দেখে নেবো। হৈচৈ এর শব্দে আশে পাশের ডাক্তার ও লোকজন এগিয়ে আসে এবং ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে তারা রুম থেকে বেরিয়ে যায়। করিডোরে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। তার রুমের ভেতরে কম্পিউটরসহ কিছু আসবাবপত্রের ক্ষতি হয়।

৭.৮. **ডাঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, মিটফোর্ড, ঢাকা** তার বক্তব্যে জানান যে, ঐ দিন রেসপিরেটরী মেডিসিন বিভাগে তার কক্ষে সহকর্মীবৃন্দসহ কর্মরত ছিলেন। সময় আনুমানিক ১১.০০ টার দিকে, মাসুম (বয়স-৪৮) তাদের ভর্তি রোগী কতিপয় লোকসহ তার রুমে প্রবেশ করেন এবং বলেন তার ওজন নেবার জন্য ডাকা হয়েছে। তখন তার সহকারী রেজিষ্টার ডাঃ রাজীব সাহা রোগীকে রুমের বাইরে অপেক্ষা করতে বললে রোগী ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের সকলের উপর আক্রমনাত্মক ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকেন। ঐ মুহূর্তে রোগীর সংগে থাকা ইলিয়াস হোসেন নামে এক লোক, পরে জানা যায় যে একুশে টিভির সাংবাদিক, উক্ত রোগীর সাথে সেও তাদেরকে গালাগালিজ ও হুমকি দিতে থাকে এবং বলে "আমি সাংবাদিক, আমি তোদেরকে দেখে নিব"। ঠিক একই মুহুর্তে একুশে টিভির ক্যামরাম্যান তার রুমের দৃশ্য ভিডিও করতে থাকেন। রোগীর সাথে থাকা লোকজন তখন তার রুমের কম্পিউটার টেবিল থেকে ফেলে দেয়। তিনি ব্যক্তিগতভাবে রোগীর লোকজন ও সাংবাদিকদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন । এক পর্যায়ে রুমের বাইরে থেকে মধ্যবয়সী দাড়িওয়ালা একলোক সাংবাদিক কর্মী পরিচয় দিয়ে তার গায়ে পরিহিত এপ্রোনে হাত দেন এবং টানাহেঁচড়া করেন। পরবর্তীতে রুমের বাইরে অনেক লোক জড় হয়ে যায় এবং তার রুমে ঢুকে রোগী, রোগীর লোকজন ও হাসপাপতালের বাকিদের তার রুম থেকে বের করে দেয় । রুম থেকে বের হবার পর পরবর্তীতে ঘটনা সম্পকে তিনি আর কিছু জানেন না । উল্লেখ্য যে, সাংবাদিকদের পরিচয় জানতে চাইলে এবং অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করলে তারা বলেন পরিচয় দিতে হয় না এবং তারা যে কোন সময় যেখানে সেখানে যেতে

পারেন। তিনি আরো জানান যে, যে তাঁর এপ্রোনে হাত দেয় সে একজন সাংবাদিক পরিচয় দেয়। যারা তাঁর রুমের সামনে জড় হয় তাদের মধ্যে ডাক্তার থাকতে পারে। রোগী তার সাথে যারপর নাই ব্যবহার করে। রোগীর সাথে সাংবাদিক ইলিয়াসও গলাগালিজ শুরু করে। কি কারণে করে তা জানেন না। ঐ সময়ে ঐ রুমে সাংবাদিকদের প্রহার করা হয়নি। weight নেয়ার সময় ঘটনা ঘটে। সাংবাদিক তথ্য/রিপোর্ট নিতে আসতেই পারে। এটা দোষের কিছু না। রোগী absconding হয়ে গেছে। Release হওয়ার পর্যায়ে ছিল। তিনিও মনে করেন permission নিয়েই সাংবাদিকদের প্রবেশ করতে হবে। তবে, তা আইনে আছে কিনা জানেন না।

৭.৯. **ডাঃ দিলীপ কুমার ধর, অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক মেডিসিন, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ** তার বক্তব্যে জানান যে, তিনি বেলা আনুমানিক ১১টা- ১১.৩০ টায় বাইরে হৈচৈ শুনেন। এর মধ্যে উত্তেজিত অবস্থায় দু'জন বহিরাগত (পরে জানতে পারেন সাংবাদিক) ওয়ার্ডে ঢুকে পড়ে, সাথে ওয়ার্ডে ভর্তি রোগীর কিছু attendant এবং ওয়ার্ডে কর্মরত ইন্টার্নী চিকিৎসক ও মধ্য পর্যায়ের কিছু চিকিৎসকও ঢুকে পড়েন। চিকিৎসকেরা অভিযোগ করেন, সাংবাদিক পরিচয়ে দু'জন বহিরাগত বক্ষব্যাধি বিভাগীয় প্রধান ডাঃ রফিকুল ইসলামের চেম্বারে বিনা অনুমতিতে ঢুকে ছবি তোলা শুরু করেন এবং বাক্য বিনিময় হয় এবং শারীরিকভাবেও লাঞ্ছিত করেন। অন্যদিকে, তথাকথিত সাংবাদিক দু'জন অভিযোগ করেন ডাক্তরা তাদের ধাওয়া করে লাঞ্ছিত করে। তিনি সাথে সাথেই অবস্থার গুরুত্ব চিন্তা করে, সাংবাদিকদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করেই ডাক্তারদের duty রুমে নিয়ে উপস্থিত ডাক্তারদের রুম থেকে বের করে দেন। জিজ্ঞাসা করেন "আপনারা এখানে কেন এসেছেন? সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য হাসপাতালের পরিচালকের সাথে যোগাযোগ করছেন কিনা"। উত্তরে তারা বললেন, সংবাদ সংগ্রহ করতে আসেননি। রোগীর attendant হিসাবে রোগীর সাথে দেখা করতে এসেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন "আপনাদের Visitors Pass আছে?" উত্তরে তারা নাসূচক জবাব দেন। তিনি তাৎক্ষণিক হাসপাতালের পরিচালককে ফোনে ব্যাপারটা অবহিত করেন। পরিচালক মিনিট দুয়েক এর মধ্যেই হাসপাতালের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ সেখানে উপস্থিত হয়ে উক্ত দু'জনকে সাথে নিয়ে অফিস কক্ষে যান। প্রায় দেড় দু'ঘন্টা পর ওয়ার্ড পরীক্ষা গ্রহণশেষে কলেজ অফিসে কর্মরত অবস্থায় হাসপাতালের উপ-পরিচালক তাকে ফোনে জানান, পরিচালকের কক্ষে ইটিভির সাংবাদিক ও ডাক্তারদের নিয়ে একটি মধ্যস্থতা ও মীমাংসা সভা চলছে এবং তাকে আসতে অনুরোধ করা হয়। পরিচালকের কক্ষে সভায় উপস্থিত হয়ে তিনি দেখেন একটি মধ্যস্থতা সভা চলছে এবং সেখানে ইটিভির উর্ধ্বতন সাংবাদিক ও চিকিৎসকবৃন্দের মধ্যে আলোচনা চলছে। সভাশেষে উভয়পক্ষের সমঝোতা হয়। হাসপাতালের পরিচালক সর্ব পর্যায়ের চিকিৎসকদের তরফ থেকে উপরোক্ত ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক নিজ ঘটনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ইটিভির একজন সিনিয়র সাংবাদিক উপরোক্ত ঘটনার জন্য সাংবাদিকদের তরফ থেকে দুঃখ প্রকাশ করেন। এরপর পরিচালক চা চক্রের আয়োজন করেন এবং র‍্যাব ও পুলিশসহ সাংবাদিকদের এস্কট করে বাইরে দিয়ে আসেন।

৭.১০. **ডা: মো: আবু ইউসুফ, উপ পরিচালক, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল**, তার বক্তব্যে জানান যে, গত ১৯.০৪.২০১৪ তারিখ আনুমানিক সকাল ১১টা থেকে ১২ টার মধ্যে মেডিসিন বিভাগ থেকে পরিচালকের নিকট অধ্যক্ষের কাছ থেকে খবর আসে যে, সেখানে একটা অপ্রিতিকর ঘটনা ঘটেছে, যতদ্রুত পারেন চলে আসেন। তাৎক্ষনিকভাবে পরিচালক তাকে সাথে করে ঘটনাস্থলে যান এবং দেখেন অধ্যক্ষ জনৈক সাংবাদিকের সাথে কথা বলছেন, সাথে অনেক ডাক্তার। পরবর্তীতে উভয় পক্ষে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সুরাহা হয় এবং এ বিষয়ে আর কোন পদক্ষেপ নেওয়া হবে না বলে উভয়পক্ষ একমত পোষণ করেন এবং চা চক্রের মাধ্যমে বিষয়টি নিস্পত্তি হয়। তিনি আরো জানান যে, সাংবাদিকদের গায়ে হাত দিয়েছে মর্মে তিনি শুনেছেন। তিনি শুনেছেন দু'জন সাংবাদিক ছিল, ধাক্কাধাক্কি হয়েছে। তাদেরকে টেনে হেঁচড়ে আনা হয়নি। তিনি এবং পরিচালক তাদেরকে সাথে নিয়ে আসেন। তাদের ক্যামেরা, রুম, মোবাইল ভাংচুর হয়েছে কিনা তিনি জানেন না। তিনি জানান এটা সত্য নয় যে, তিনি সাংবাদিককে প্রহার করার কারণে ডাক্তারদের তিনি ধমক দিয়েছেন।

৭.১১. ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো: জাকির হাসান তার বক্তব্যে জানান যে, তিনি বিগত ১৫.১১.২০১২ ইং তারিখ স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকায় পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। গত ১৯.০৪.২০১৪ ইং তারিখ তিনি অন্যান্য দিনের মত তার দপ্তরে বসে যথারীতি দায়িত্ব পালনরত ছিলেন বেলা আনুমানিক ১১-৩০ টা থেকে ১২ টার মধ্যে অত্র হাসপাতালের অধ্যাপক দিলীপ কুমার ধর, অধ্যক্ষ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা ও অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ তাকে টেলিফোনে জানান যে, একটি সংবাদ মাধ্যমের দু'জন সংবাদকর্মী কাউকে অবহিত না করে সংবাদ সংগ্রহের লক্ষ্যে রেসপিরেটরী মেডিসিন বিভাগে প্রবেশ করে এবং তাদেরকে তার নিকট পাঠানোর ব্যবস্থা করছেন এবং এর অব্যবহিত পরই ডা: রফিকুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, রেসপিরেটরী মেডিসিন বিভাগ তাকে সেখানে যাওয়ার জন্য টেলিফোনে অনুরোধ করেন। তিনি তৎক্ষণাৎ উপ-পরিচালক ডা: মো: আবু ইউসুফকে সংগে নিয়ে মেডিসিন বিভাগে চলে যান। উক্ত বিভাগে যাওয়ার পর একাধিক চিকিৎসক পরিবেষ্টিত তাদেরকে একটি কক্ষে দেখতে পান এবং তাদেরকে নিয়ে উপ-পরিচালকসহ তার অফিস কক্ষে চলে আসেন। তারা সংবাদকর্মীদেরকে তার অফিস কক্ষে নিয়ে আসার সময় একাধিক চিকিৎসকও তার কক্ষে ঢুকে পরেন। সংবাদকর্মীগণ উক্ত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও কর্তব্যরত চিকিৎসকদেরকে গালিগালাজ করেছেন বলে চিকিৎসকগণ তাকে অবহিত করেন এবং উচ্চস্বরে চিৎকার করতে থাকলে তিনি তাদেরকে চুপ করান। এর মধ্যে সাইদ মুন্না নামে এক ব্যক্তি তার কক্ষে আসেন এবং তাদের সহকারী বলে পরিচয় দেন। এর কিছুক্ষণ পর একাধিক সংবাদকর্মী তার অফিস কক্ষে আসেন এবং টেলিফোনের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করতে থাকেন। এর মধ্যে একুশে টিভিতে 'সংবাদকর্মীগণ চিকিৎসকদের হাতে প্রহৃত হয়েছেন এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাদেরকে আটকে রেখেছে''এ সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পর সকল চিকিৎসকদের মাঝে উত্তেজনা বিরাজ করে। তখন তাদেরকে এ ধরনের সংবাদ পরিবেশন প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। এখানে উল্লেখ্য টেলিফোনে বার বার কথা বলায় উপস্থিত চিকিৎসকগণের মাঝে উত্তেজনা বিরাজ করায় ঐ সময় টেলিফোনে আপাতত: কথা না বলার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। এরপরও জনৈক ব্যক্তি অনবরত টেলিফোনে কথা বলতে থাকলে তার হাত থেকে মোবাইলটা নেওয়ার সময় হাত থেকে মোবাইলটা পড়ে যায়। পরবর্তীতে এর জন্য দু:খ প্রকাশ করা হয়। পরবর্তীতে খবর পেয়ে একুশে টিভির ইব্রাহিম আজাদ, মহাথীর ফারুকী, তারিক তাবিব, জামাইল বশীর প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ অত্র হাসপাতালে আসেন। তার অফিস কক্ষে অধ্যক্ষ, উপ-পরিচালক, সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, রেসপিরেটরী মেডিসিন বিভাগ, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), সহকারী পরিচালক (অর্থ ও ষ্টোর), ডা: মো: আবুল হাসেম খান, সহকারী অধ্যাপক সার্জারী বিভাগ এবং অন্যান্য চিকিৎসক ও উপরোল্লিখিত ইটিভির কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে বৈঠক হয়। অত:পর উভয় পক্ষের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতেই সংঘটিত ঘটনার একটি সম্মানজনক নিষ্পত্তি করা হয় এবং ইতোমধ্যে প্রচারিত সংবাদের বিষয়ে একটি প্রেস রিলিজ প্রচারের জন্য জনাব মহাথীর ফারুকীর পরামর্শক্রমে তিনি একটি প্রেস রিলিজ ইটিভি-তে প্রেরণ করেন। তিনি আরো জানান যে, প্রেস রিলিজটি প্রকাশিত/প্রচারিত হয়নি, মোবাইলটি জোর করে কেড়ে নিয়ে ভাংগা হয়নি। তাকে কথা বলতে নিবৃত করার জন্য যখন তিনি মোবাইলটি নিতে চান তখন তা অসাবধানতাবশত: তার হাত থেকে পড়ে যায় এবং খুলে যায় । তিনি তখন তার সিটে চলে আসেন। পরে মোবাইলটি কে নিল তা খেয়াল করেননি। মূল ঘটনা তার সামনে ঘটেনি। তার রুমে ডাক্তারগণ উচ্চস্বরে কথা বলছিলেন। সাংবাদিকগন তখন চুপ ছিলেন। তিনি ডাক্তারদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন। ঘটনার অব্যবহিত অবস্থা বিবেচনায় তার মনে হয়েছে উভয় পক্ষ অর্থাৎ সাংবাদিক ও ডাক্তারদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি বা অনুরুপ কিছু ঘটেছে। বড় ধরনের Casualities হতে পারতো। রোগীকে তিনি ঐ সময় দেখেননি। উভয় পক্ষের মধ্যে আলাপ আলোচনার পর উভয় পক্ষ দু:খ প্রকাশ করেন। লিখিত কিছু হয়নি। সাংবাদিকগণ তার সাথে প্রথমে দেখা করেনি, কোন অনুমতি নেননি বা চাননি। ঘটনাটা অবশ্যই দু:খজনক, অনাকাঙ্খিত বলে মনে করেন, স্বীকার করেন। ইহা সত্য যে, তিনি স্বশরীরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত না হলে বড় ধরনের Casualities হতে পারতো। ক্যামেরা ও মোবাইল ভাংচুর বা হারানোর বিষয়টি তার সামনে ঘটেনি।

৮. স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতাল সংঘটিত সহিংস ঘটনার বিচার্য বিষয়:

৮.১. গত ১৯.০৪.২০১৪ তারিখ স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালে বেলা আনুমানিক ১১.০০ থেকে বিকাল ৩.০০ ঘটিকা পর্যন্ত সহিংসতাসহ ইটিভির সাংবাদিক/কর্মকর্তাদের নাজেহাল, শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার ঘটনা ঘটেছে কিনা?

৮.২ সহিংস ঘটনায় ক্যামেরা, বুম, মোবাইল ভাংচুর ও ক্ষয়ক্ষতি করা হয়েছে কিনা,

৮.৩ সহিংস ঘটনায় হাসপাতালের কম্পিউটার ও আসবাবপত্রের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কিনা?

৮.৪ সহিংসতা/লাঞ্ছনার স্বীকার কে বা কারা?

৮.৫ সহিংসতা ও ভাংচুর করার ঘটনা ঘটানো এবং নাজেহাল ও লাঞ্ছিত করার জন্য কে বা কারা দায়ী?

৮.৬ সহিংসতা /লাঞ্ছনার ঘটনা প্রতিরোধ/নিয়ন্ত্রণে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতাল এর দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষনিকভাবে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন কিনা? গ্রহণ করে থাকলে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন?

৯. ভর্তিকৃত রোগী একুশে টেলিভিশনের সাংবাদিক ও ক্যামেরাম্যান এবং অন্যান্যদের বক্তব্য পর্যালোচনা:

৯.১ ভর্তিকৃত আলোচ্য রোগী জনাব মোঃ মাসুম হাসান চৌধুরী (মি: ঢাকা), তার স্ত্রী শান্তী বেগম, জনাব মো: মনিরুল ইসলাম ক্যামেরাম্যান, জনাব মোঃ রুমি হাসান তালুকদার, জনাব মোঃ জুলহাস কবির রিপোর্টার, জনাব মোঃ নুরুন্নবী রিপোর্টার, জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির ক্যামেরাম্যান এর মৌখিক ও লিখিত বক্তব্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গত ১৯-০৪-২০১৪ তারিখ সকাল ১১.০০ টার সময় স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালে পূর্বে মেডিসিন বিভাগের (ওয়ার্ড নং-২, বেড নং-১) ভর্তিকৃত রোগী জনাব মোঃ মাসুম হাসান চৌধুরী (মি: ঢাকা), জনাব মোঃ ইলিয়াস হোসেন সাংবাদিক এবং জনাব মনিরুল ইসলাম ক্যামেরাম্যানকে সংগে নিয়ে ঐ ওয়ার্ডে ঢুকতে চাইলে সেখানে জনাব মো: ইলিয়াস হোসেনকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু জনাব মো: মনিরুল ইসলামকে অনুমতি দেয়া হয় না। সেদিন উক্ত রোগীকে ডিসচার্জ করার পূর্বে তাকে ওজন মাপতে বলা হয়। ওজন মাপার জন্য কর্তব্যরত ডাক্তারদের পক্ষ থেকে রোগীর এটেনডেন্ট বিবেচনায় জনাব মোঃ ইলিয়াস হোসেনকে ওজন মাপতে বলা হয়। এতে উক্ত রোগী প্রতিবাদ করেন এবং বলেন ডাক্তারদের লোক দিয়ে ওজন মাপাতে হবে। এ সময় ইন্টার্নী ডাক্তারদের সাথে রোগীর কথা কাটাকাটি, বাকবিতন্ডা ও উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। রোগীর বক্তব্যমতে একজন ডাক্তার তাকে ধাক্কা দিলে তিনি পড়ে যান। সংগে থাকা জনাব মোঃ ইলিয়াস হোসেন তখন রোগীকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন। এ সময় ডাক্তারগণ জনাব মো: ইলিয়াস হোসেনের পরিচয় জানতে চান। তিনি সাংবাদিক বলে পরিচয় দেন। তখন তার সাথেও উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয় এবং উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। একই সংগে ধাক্কাধাক্কি, হুড়োহুড়ি, মারামারি শুরু হয়। তখন বাইরে অবস্থান করা ক্যামেরাম্যান জনাব মো: মনিরুল ইসলাম এ দৃশ্য ধারণ করার জন্য ক্যামেরা চালু করা মাত্র তাকেও বাধা দেয়া হয়। তারা দুজনই তখন আক্রান্ত হন। তাদের শারিরীকভাবে লাঞ্ছিত করা হয়। ততক্ষণে আরো ইন্টার্নী ডাক্তারসহ অন্যান্য অনেকেই ঘটনাস্থলে চলে আসেন। রোগী জনাব মো: মাসুম হাসান চৌধুরী জানান যে, সাংবাদিকগণ দু'জন ছিলেন কিন্তু ডাক্তারগণ ছিলেন সংখ্যায় অনেক বেশী। ওয়ার্ড থেকে বের করে করিডোর দিয়ে যাওয়ার পথেও ধাক্কাধাক্কি হয় এবং সাংবাদিকদের মারধোর করা হয়, ক্যামেরা ভাংচুর করা হয়। সাংবাদিকগণ লাঞ্ছিত হয়েছেন কিন্তু তারা ডাক্তারদের মারধর করেননি।

৯.২. ঘটনার অব্যবহিত পর অধ্যক্ষ, ডাঃ দিলীপ কুমার ধর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তিনি সাংবাদিক এবং ক্যামেরাম্যান দু'জনকে ডাক্তারদের ডিউটিরুমে নিয়ে যান এবং ইন্টার্নী ডাক্তারদের বের করে দেয়ার চেষ্টা করেন। সেখানে ইন্টার্নী ডাক্তারগন পূর্বের ন্যায় উত্তেজিত ছিলেন। এ সময় অধ্যক্ষ এবং ডা: মোঃ রফিকুল ইসলাম,

সহযোগী অধ্যাপক কর্তৃক সংবাদ পেয়ে পরিচালক ঘটনাস্থলে আসেন এবং সাংবাদিক দু'জনকে তার রুমে নিয়ে যান। যাওয়ার পথেও পেছনে থাকা সাংবাদিক দু'জনকে ইন্টার্নী ডাক্তারগণ গালিগালাজ করেন এবং লাঞ্ছিত করেন পরিচালকের রুমেও ডাক্তারগণ উত্তেজিত ছিলেন কিন্তু সাংবাদিক দু'জন চুপ করে ছিলেন।

৯.৩. পরিচালকের কক্ষে পর্যায়ক্রমে সংবাদ পেয়ে মিমাংসার/নিষ্পত্তির জন্য জনাব মো: জুলহাস কবির রিপোর্টার, জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির, জনাব মোঃ রুমি হাসান তালুকদার, জনাব মোঃ মোঃ নুরুন্নবী রিপোর্টার/ক্যামেরাম্যান/ সাংবাদিকগণ আসেন। তাদেরকেও শারিরিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয়। জনাব মো: জুলহাস কবির, রিপোর্টার ও জনাব মোঃ হুমায়ুন কবিরকে প্রথমে পরিচালকের কক্ষে ঢুকতে দেয়া হয়নি। তারা ফিরে যান। ঐ সময় পিছন থেকে ইন্টার্নী ডাক্তারগণ তাদের হামলা করেন, লাঞ্ছিত করেন, তারা আক্রমন থেকে বাঁচার জন্য পুলিশের ভ্যানে উঠে পড়েন। কিন্তু তাতেও রক্ষা হয়নি। ওখান থেকে তাদের দু'জনকে পরিচালকের রুমে নিয়ে আসা হয়। কর্তব্যরত পুলিশ ছিল মাত্র দু'জন তাই তারা কোন নিরাপত্তা দিতে পারেনি। অপর দুই সাংবাদিক জনাব মোঃ রুমি হাসান তালুকদার ও জনাব মোঃ নুরুন্নবীকেও পরিচালকের রুমে ঢুকতে দেয়া হয়নি এবং পরিচালকের সামনেই তাদের লাঞ্ছিত করা হয়। এমনকি পরিচালক নিজেই মি: নুরুন্নবীর মোবাইল ফোন জোর করে নিয়ে ভেঙ্গে ফেলেন। পরবর্তীতে জনাব ইব্রাহীম আজাদ, জনাব মহাথীর ফারুকী এবং ইটিভি'র সিনিয়র ব্যক্তিগণ হাসপাতালে আসলে তাদেরও অপমানিত/নাজেহাল করা হয়। বিকাল ৩.০০ টা পর্যন্ত পরিচালকের কক্ষে উভয় পক্ষ অবস্থান করেন। ইন্টার্নী ডাক্তারগণ তখন উত্তেজিত ছিলেন। বার বার সাংবাদিকদের প্রতি তেড়ে এসেছেন। Scroll এ সংবাদ প্রচার বন্ধ করার জন্য সাংবাদিকদের চাপ দেন। লিখিতভাবে live সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে ক্ষমা চাওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করেন। কিন্তু সাংবাদিকগণ তাতে সম্মত না হওয়ায় কোন মিমাংসা হয়নি। ঐ সময় পুলিশ ও র‍্যাব আসে কিন্তু তারা পরিচালককে Salute করে চলে যান। পরবর্তীতে পরিচালক সৌজন্য সহকারে তাদের সংগে নিয়ে বের হয়ে আসেন এবং বিদায় দেন। পরবর্তীতে এ বিষয়ে ডা: মোঃ জাহিদুল ইসলাম থানায় মামলা দায়ের করেন।

১০. চারজন ইন্টার্নী ডাক্তারের বক্তব্য পর্যালোচনা:

১০.১ চারজন ইন্টার্নী চিকিৎসক ডা: নাঈম হাসান, ডা: শাওন দাস, ডা: শাহীন রেজা এবং ডা: শোয়েব এর বক্তব্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তারা কেউ ২ নং ওয়ার্ডের ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। তবে, ডা: শোয়েব ও ডা: নাঈম হাসান সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছেন এবং ডাক্তারদের ডিউটি রুম থেকে পরবর্তীতে যে সব ঘটনা ঘটেছে তা প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু তারা কেউই সাংবাদিকদের সংগে তর্কবির্তক বাকবিতন্ডা, ধস্তাধস্তি, ধাক্কাধাক্কি, ভাংচুর বা সাংবাদিকদের বিভিন্ন পর্যায়ে লাঞ্ছিত/নাজেহাল করার সংগে জড়িত/সংশ্লিষ্ট ছিলেন কিনা সে সম্পর্কে কোন বক্তব্য প্রদান করেননি।

১১. প্রত্যক্ষদর্শী ডাক্তারগণের বক্তব্য পর্যালোচনা:

১১.১. ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী চারজন ডাক্তার, ডাঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, ডাঃ রাজিব কুমার সাহা, ডা: কাজী মাহবুবে খোদা, সহকারী অধ্যাপক, রেসপিরেটরী মেডিসিন এবং ডা: নারওয়ানা খালেক, আই,এম,ও মেডিসিন এর বক্তব্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, রোগী মাসুমের ওজন মাপার প্রসংগ থেকে ঘটনার সূত্রপাত। তাদের বক্তব্যমতে রোগী মাসুম উপস্থিত ডাক্তারদের সংগে ক্ষিপ্ত হয়ে তর্ক করেন। তার সংগে থাকা অ্যাটেনডেন্টরাও গোলমাল, ধাক্কাধাক্কি ও গালিগালাজ করতে শুরু করেন। কক্ষের কম্পিউটারটি ধাক্কাধাক্কির কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং বুকসেল্ফের কাঁচও ভেঙ্গে যায়। সহযোগী অধ্যাপক, ডা: রফিকুল ইসলামকে অ্যাটেনডেন্টরা অপমান করেন। একজন ক্যামেরাম্যান ঐ দৃশ্য ধারণ করতে থাকেন। কেন ছবি তুলছেন বললে সাংবাদিকগণ তাদের দেখে নিবেন মর্মে হুমকি দেন। হৈচৈ এর শব্দে আশে পাশের ডাক্তার ও লোকজন এগিয়ে আসেন এবং ধাক্কাধাক্কি ও ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে তারা রুম থেকে বেরিয়ে যান। পরে করিডোরে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। কিন্তু তাদের কেউই ইন্টার্নী ডাক্তার কে কে ঐ সময় উপস্থিত ছিলেন, তর্ক বির্তকে লিপ্ত হয়েছেন, ধাক্কাধাক্কি ও ধস্তাধস্তি করেছেন এ সম্পর্কে কিছুই বলেননি। অন্য

দিকে রোগী এবং রোগীর এ্যাটেনডেন্টের সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ রফিকুল ইসলাম এর গায়ে পরিহিত এপ্রোনে হাত দেন এবং টানা হেঁচড়া করেন মর্মে ডাঃ রাজিব কুমার সাহা সাক্ষী করেন। কিন্তু ডাঃ রফিকুল ইসলাম জানান যে, একজন দাড়িওয়ালা সাংবাদিক তার এপ্রোনে হাত দেন। ঘটনার সময় সাংবাদিক জনাব মোঃ ইলিয়াস হোসেন এবং ক্যামেরাম্যান জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম ছাড়া আর কোন সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন মর্মে তথ্য পাওয়া যায়নি। তাদের বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উপস্থিত এ তিনজন ডাক্তারের সংগে রোগী এবং তার এ্যাটেনডেন্টদের সংগে ধাক্কাধাক্কি, ধস্তাধস্তি ও ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয়নি। বস্তুত: ঘটনার সময় উপস্থিত ইন্টার্নী ডাক্তারগণই ধাক্কাধাক্কি, ধস্তাধস্তি ও ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার সংগে জড়িত ছিলেন।

১২. সার্বিক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ:

১২.১. আলোচনার সুবিধার্থে সবগুলো বিচার্য বিষয় একসংগে গ্রহণ করা হলো। উভয় পক্ষের মৌখিক ও লিখিত বক্তব্যে প্রাপ্ত তথ্য/ উপাত্ত এবং নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গত ১৯.০৪.২০১৪ তারিখ সকাল ১১.০০ থেকে বিকাল ৩.০০ ঘটিকা পর্যন্ত স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালে একুশে টেলিভিশনের সাংবাদিক/রিপোর্টার/ক্যামেরাম্যান এবং স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিডফোর্ড হাসপাতালের ইন্টার্নী ডাক্তারদের মধ্যে সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, অধ্যক্ষ, উপ পরিচালক সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় সহযোগী অধ্যাপক এবং ইন্টার্নী ডাক্তার সবাই অনুরূপ বিষয় তাদের লিখিত ও মৌখিক বক্তব্যে স্বীকার/উত্থাপন করেছেন। তারা বলেছেন যে, ঐ সময় অনাকাঙ্খিত, অনভিপ্রেত, দু:খজনক, ভুল বুঝাবুঝি, ঝামেলা, ধাক্কাধাক্কি, ধস্তাধস্তি, ভাংচুর, ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া বা লাঞ্ছিত করার ঘটনা ঘটেছে।

১২.২. হাসপাতালের ২ নং ওয়ার্ডের ১নং বেডের ভর্তিকৃত রোগী জনাব মাসুম চৌধুরীর সংগে সৌজন্য সাক্ষাত বা রোগীর ভাষ্যমতে চিত্র নায়ক শাকিবের ডকুম্যান্ট সংগ্রহের জন্য দু'জন সাংবাদিক/ক্যামেরাম্যান (জনাব মো: ইলিয়াস হোসেন ও জনাব মো: মনিরুল ইসলাম) ঐ স্থানে গমন করেন। ঐ সময় তাদের কাছে ক্যামেরা ও মাইক্রোফোন ছিল। ওজন মাপার প্রসংগ নিয়ে কথা কাটাকাটি, বাকবিতন্ডা, উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয় রোগী জনাব মো: মাসুম হাসান চৌধুরী, সাংবাদিক জনাব ইলিয়াস হোসেন এবং ইন্টার্নী ডাক্তারদের মধ্যে। এক পর্যায়ে ধাক্কাধাক্কি, মারামারিতে ঐ কক্ষের কম্পিউটার ও আসবাবপত্রের ক্ষয়ক্ষতি হয়। এ ঘটনার সময় ঐ কক্ষে কর্তব্যরত ডাক্তারসহ একাধিক ইন্টার্নী ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন। অপরদিকে, সাংবাদিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেবল জনাব মোঃ ইলিয়াস হোসেন। রোগী জনাব মোঃ মাসুম হাসান চৌধুরীকে একজন ডাক্তার ধাক্কা দিলে তিনি মেঝেতে পড়ে যান। কক্ষের বাইরে ছিলেন ক্যামেরাম্যান জনাব মো: মনিরুল ইসলাম। ঘটনার সময় রোগীর স্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। রোগী ও তার স্ত্রী জানান, তাদের সামনে সাংবাদিক দু'জনকে মারধর করা হয়। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী তিনজন ডাক্তার রোগী এবং তার স্ত্রী সকলের বক্তব্যেই জানা যায় যে, কক্ষের মধ্যে ইন্টার্নী ডাক্তার ও সাংবাদিক দু'জনের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি, মারামারি হয়েছে বা সহিংসতা হয়েছে।

১২.৩. পরবর্তীতে পরিচালক, অধ্যক্ষ ও অন্যান্যদের বক্তব্য থেকেও জানা যায় যে, সহিংসতা হয়েছে। পরিচালক বলেছেন ঘটনার অব্যবহিত অবস্থা বিবেচনায় তার মনে হয়েছে উভয় পক্ষ অর্থাৎ সাংবাদিক ও ডাক্তারদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কী বা অনুরূপ কিছু ঘটেছে। অধ্যক্ষ বলেছেন, সবকিছু দেখে, বুঝে ও শুনে তাৎক্ষণিক ঘটনায় তার কাছে মনে হয়েছে সাংবাদিকগণ প্রহৃত হয়েছেন যা দু:খজনক। পরিচালক ইন্টার্নী ডাক্তারকে এ নিয়ে দোষারোপ করেছেন। তবে, সাংবাদিকদের কোন ইন্টার্নী ডাক্তার বা ডাক্তারগণ মারধর করেছেন সে বিষয়ে কেউ সুনির্দিষ্ট বক্তব্য দেননি। পরিচালক ও অধ্যক্ষের বক্তব্য থেকে দেখা যায় যে, ইন্টার্নী ডাক্তারদের সংখ্যা ছিল অনেক। তারা উত্তেজিত ছিলেন, পক্ষান্তরে সাংবাদিকগণ ছিলেন নীরব। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেত বা আরো ভয়াবহ হতে পারতো তাও পরিচালক ও অধ্যক্ষের বক্তব্য থেকে জানা যায়। তাদের বক্তব্য থেকে এও জানা যায় যে, তারা ইন্টার্নী ডাক্তারদের বার বার নিবৃত্ত/সংযত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ঘটনায় প্রাপ্ত তথ্য/উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, ২ নং ওয়ার্ডের ১ নং বেড থেকে শুরু করে পরবর্তীতে করিডোরে ডাক্তার/নার্সদের ডিউটি রুমে, পরিচালকের কক্ষে যাওয়ার পথে, পরিচালকের কক্ষের সম্মুখে এবং পরিচালকের কক্ষে ঘটনার সময় ইন্টার্নী ডাক্তারগণ উত্তেজিত/ক্ষিপ্ত ছিলেন, কখনো কখনো কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে আচরণ করেছেন এবং বিভিন্ন পর্যায়ে আসা সাংবাদিক/ক্যামেরাম্যান/ রিপোর্টারদের উপর চড়াও হয়ে তাদের গালিগালাজ, কটুক্তি, লাঞ্ছিত ও নাজেহাল করেছেন। তাদের ক্যামেরা, বুম ও মোবাইল ভাংচুর করে ক্ষয়ক্ষতি করেছেন।

১২.৪. পরিচালকের কক্ষের বাইরে/কক্ষে দীর্ঘ সময় উভয় পক্ষ অবস্থান করেছেন এটি উভয় পক্ষের স্বীকার করেছেন যা ঘটেছে তা অনভিপ্রেত বিবেচনায় পরিচালক/অধ্যক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে তা সমাধানের জন্য তৎপর হন এবং কিছুই ঘটেনি এ মর্মে লিখিত আদায়ের জন্য ইন্টার্নী ডাক্তারগণ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং একুশে টেলিভিশনের সাংবাদিকদের উপর চাপ প্রয়োগ করেন। বিষয়টি নিষ্পত্তি হয়েছে মর্মে একুশের পক্ষ থেকে live সংবাদ পরিবেশন করতে হবে অনুরূপ চাপের বিষয়টিও বক্তব্যে এসেছে। এ নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যায়ে একুশে টিভির সিনিয়র কর্মকর্তাগণ লিখিত দিতে বা অনুরূপ কিছুতে সম্মত হননি। তবে, এটি সত্য যে, যা ঘটেছে সে বিষয়ে উভয় পক্ষ দু:খপ্রকাশ করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত পরিচালক নিজে একুশে টিভির সকল সাংবাদিক/কর্মকর্তাগণকে সৌজন্য সহকারে নীচে এসে বিদায় দিয়েছেন।

১২.৫. পরিচালক/অধ্যক্ষ মূলত: ঘটনার সমাধান/নিষ্পত্তি করার পক্ষেই অবস্থান নেন। জনাব নুরুন্নবী ক্যামেরাম্যান, পরিচালকের কক্ষে তাদের আটক বা আক্রান্ত হওয়ার বিষয়ে একুশে টিভিতে মোবাইলে সংবাদ/তথ্য দিতে থাকলে ঐ অবস্থায় উত্তেজনা আরো বেড়ে যায় এবং পরিচালক তাকে বার বার ফোন না করার জন্য বললেও জনাব নুরুন্নবী তা অব্যাহত রাখেন। এতে পরিচালক মোবাইলটি অনেকটা জোরপূর্বক তার কাছ থেকে নিয়ে নেন। যদিও তিনি বলেছেন যে, ঐ সময় অসাবধানতাবশত: মোবাইলটি হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে যায়।

১২.৬. রোগী মাসুম, তার স্ত্রী এবং আক্রান্ত সাংবাদিকগণ কেউই বলতে পারেননি কোন্ ইন্টার্নী ডাক্তার/ডাক্তারগণ তাদের মারধর/লাঞ্ছিত করেছেন বা তাদের ক্যামেরা, বুম ভাংচুর করেছেন। তবে, তারা সবাই বলেছেন ইন্টার্নী ডাক্তারদের দেখলে তারা চিনতে পারবেন। আক্রান্ত সাংবাদিকগণ দাবী করছেন ঐ দিন ঘটনাস্থলে হাসপাতালের সিসি ক্যামেরা সচল ছিল এবং তাতে ঘটনার ছবি রয়েছে। যা পরীক্ষা করলে প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে। কিন্তু পরিচালককে সিসি ক্যামেরায় ধারণকৃত ভিডিও ফুটেজের সিডি সরবরাহ করার জন্য পত্র দিলে তিনি জানান যে, হাসপাতালে স্থাপিত সিসি ক্যামেরাসমূহ ত্রুটিজনিত কারণে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মেরামত কাজ চলমান থাকায় ক্যামেরাসহ আনুসাংগিক যন্ত্রাংশ (ডি,ভি,আর) পরিপূর্ণভাবে কার্যক্ষম ছিলনা। তাই, সিসি ক্যামেরায় কোন ঘটনার ছবি সংরক্ষিত নেই। সিসি ক্যামেরা অচল ছিল বা তাতে সহিংস ঘটনার ছবি ছিল না তার এ বক্তব্য যৌক্তিক মনে হয় না।

১২.৭ জনাব মো: মনিরুল ইসলাম, ক্যামেরাম্যানের বক্তব্য থেকে দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে কর্তব্যরত ডাক্তার/সংশ্লিষ্টদের নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে জনাব মো: ইলিয়াস হোসেন ঐ কক্ষে প্রবেশ করেন এবং জনাব মো: মনিরুল ইসলামকে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া হয়নি। পক্ষান্তরে, পরিচালক, অধ্যক্ষ এবং কর্তব্যরত ডাক্তারদের বক্তব্য থেকে দেখা যায় যে, সাংবাদিকগণ অনুমতি ছাড়াই প্রবেশ করেছেন। অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করতে হবে এমন আইন আছে কিনা এ বিষয়ে তথ্য অধিকার আইনের বাইরে তাদের কিছু জানা নাই মর্মে জানান। কিন্তু তারা মনে করেন উক্ত সাংবাদিক দু'জন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে ঘটনাস্থলে গমন করলে হয়তো এ ঘটনা ঘটত না।

১২.৮ রোগী মাসুমের বক্তব্য, আচরণ, কথা বলার ধরন, পেশাগত জীবন, কর্মস্থল ও কর্মের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা হয়। তাছাড়া, কর্তব্যরত চিকিৎসকগণও তার রোগ এবং গৃহীত চিকিৎসা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করেন। সবদিক বিবেচনায় তার স্বাভাবিক আচার আচরণে অসংগতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

১২.৯ জনাব মো: ইলিয়াস হোসেন ও জনাব মো: মনিরুল ইসলাম, ক্যামেরাম্যান কি উদ্দেশ্যে ঘটনাস্থলে যান তা তাদের বক্তব্যে স্পষ্ট নয়। অর্থাৎ রোগী মাসুমের সংগে সৌজন্য স্বাক্ষাত বা তার নিকট থেকে তারা কোন সংবাদ/তথ্য সংগ্রহের জন্য তার সংগে হাসপাতালে গিয়েছিলেন এ সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি। বরং গাজীপুর জেলায় তাদের এসাইনমেন্ট থাকা স্বত্বেও তারা হাসপাতালে তাদের মাইক্রোফোন ও ক্যামেরা নিয়ে প্রবেশ করেন এবং ঘটনার এক পর্যায়ে জনাব মো: ইলিয়াস হোসেন তার সংগে থাকা মাইক্রোফোন বের করেন এবং জনাব মো: মনিরুল ইসলাম তার সংগে থাকা ক্যামেরা বের করে ঘটনার চিত্র ধারণ করার চেষ্টা করেন। এতে ধারনা করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, তারা উদ্দেশ্যপ্রনোদিতভাবে পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে মূলত: সাংবাদিক হিসেবে সচিত্র সংবাদ ধারণ করার জন্য ঐ স্থানে গমন করেন।

১৫

১৩. **পর্যবেক্ষণ/মতামত:** সংশ্লিষ্ট সকলের বক্তব্য, নথিপত্র, বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত এবং ঘটনার পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনায় প্রতীয়মান হয় যে,

ক) গত ১৯.০৪.২০১৪ তারিখ সকাল ১১.০০-১২.০০ ঘটিকা এবং পরে বিকাল প্রায় ৩.০০ ঘটিকা পর্যন্ত স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিডফোর্ট হাসপাতালে বর্ণিত স্থানে সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে।

খ) ভর্তিকৃত রোগী জনাব মো: মাসুম হাসান চৌধুরীর ওজন মাপার বিষয় নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি, বাকবিতন্ডা, উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। এক পর্যায়ে ধাক্কাধাক্কি, প্রহার ও লাঞ্ছিত/নাজেহাল করার ঘটনা ঘটে। তবে, রোগী জনাব মো: মাসুম হাসান চৌধুরী ও সাংবাদিক জনাব মো: ইলিয়াস হোসেন এবং ইন্টার্নী ডাক্তারগণের অসংযত কথাবার্তা এবং অসহিষ্ণু আচরণের জন্য এ ঘটনা ঘটে।

গ) তাৎক্ষনিক ঘটনায় জনাব মো: ইলিয়াস হোসেন, সাংবাদিক এবং জনাব মো: মনিরুল ইসলাম, ক্যামেরাম্যান ইন্টার্নী ডাক্তারগণ কর্তৃক শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হন। পরবর্তীতে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য/সংবাদ পেয়ে যে সব সাংবাদিক আসেন তাদের মধ্যে জনাব মোঃ রুমি হাসান তালুকদার, ক্যামেরাম্যান, জনাব মোঃ জুলহাস কবির, রিপোর্টার, জনাব মোঃ নুরুন্নবী, রিপোর্টার এবং জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির, ক্যামেরাম্যানও লাঞ্ছিত হয়েছেন।

ঘ) সহিংস ঘটনায় সাংবাদিকদের ক্যামেরা, বুম ও মোবাইল ভাংচুর করা হয়েছে। অন্যদিকে, ২নং ওয়ার্ডে ধাক্কাধাক্কি, ধস্তাধস্তিতে কম্পিউটার ও আসবাবপত্রের কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

ঙ) রোগী জনাব মো: মাসুম হাসান চৌধুরী সুচিকিৎসা পেয়েছেন। রোগী নিজেও তা স্বীকার করেছেন এবং সহযোগী অধ্যাপক ডা: রফিকুল ইসলামের প্রশংসা করেছেন। অর্থাৎ চিকিৎসা সম্পর্কে রোগীর কোন অভিযোগ ছিল না।

চ) সাংবাদিক জনাব মো: ইলিয়াস হোসেন ও জনাব মো: মনিরুল ইসলাম রোগী জনাব মো: মাসুম হাসান চৌধুরীর সংগে কেবল সৌজন্য স্বাক্ষাতের জন্য ঐ স্থানে গমন করেননি।

ছ) ঘটনা অনভিপ্রেত বিবেচনায় পরিচালক বিষয়টি নিরসনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। উভয়পক্ষে দু:খপ্রকাশ করা হয়। তবে, একুশে টেলিভিশনের সিনিয়র সাংবাদিক/কর্মকর্তাগণ কোন লিখিত দিতে বা live সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে ঘটনা নিরসনের বিষয়ে বিবৃত্তি দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। পরিচালক একুশে টেলিভিশনের সাংবাদিক, কর্মকর্তাদের সৌজন্য সহকারে হাসপাতালের নীচে এসে বিদায় দেন।

জ) কর্তব্যরত ডা: জনাব মো: রফিকুল ইসলাম একজন বিনয়ী ও শ্রদ্ধাভাজন চিকিৎসক। রোগী জনাব মো: মাসুম হাসান চৌধুরী এবং সাংবাদিক জনাব মো: ইলিয়াস হোসেন তার প্রতি সৌজন্যহীন আচরন করেছেন। সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সেবা গ্রহীতার নিকট হতে ডা: মো: রফিকুল ইসলাম এর সৌজন্যমূলক আচরণ প্রাপ্তির অধিকার ছিল।

ঝ) পরিচালক ও অধ্যক্ষসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনা/পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ঘটনা অনেকাংশেই তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিলনা এবং তাদের উপস্থিতিতেও উত্তেজিত ইন্টার্নী ডাক্তারগণ কর্তৃক সাংবাদিকগণ লাঞ্ছিত হয়েছেন। তবে, পরিস্থিতির/অবস্থার আরো অবনতির আশংকা ছিল যা তারা প্রতিরোধ করেছেন। সিসি ক্যামেরা সচল ছিলনা বলে পরিচালক যে, বক্তব্য দিয়েছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। ঘটনার সত্যতা আড়াল করার জন্যই এমনটি বলা হয়েছে। তাছাড়া, ঐদিন উত্তেজিত ইন্টার্নী ডাক্তারদের বিষয়ে পরিচালক/অধ্যক্ষ পর্যাপ্ত দৃঢ়তা ও কঠোরতা অবলম্বন করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

১৪. <u>সুপারিশ:</u>

ক) সাংবাদিকদের যে সব ইন্টার্নী ডাক্তারগণ লাঞ্ছিত করেছেন তাদের বিষয়ে তথ্য প্রমাণ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে রয়েছে। সুনির্দিষ্টভাবে দায়ী ইন্টার্নী চিকিৎসকদের চিহ্নিত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিচালক, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালকে বলা যেতে পারে।

খ) যে সব ক্যামেরা, বুম ও মোবাইল ভাংচুর করা হয়েছে বা ক্ষয়ক্ষতি করা হয়েছে তার ক্ষতির পরিমান নির্ধারণ করে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলা যেতে পারে।

নিতে দেয়া যাবে না। তাছাড়া, কথাবার্তা ও আচরণে সবাইকে সহিষ্ণু ও সংযত হতে হবে। সকলকেই [illegible]
পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সদাচরণ ও সৌজন্যতার প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

২৬/০৫/১৪
মো: জিল্লুর রহমান চৌধুরী
উপসচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
ও
সদস্য-সচিব
তদন্ত কমিটি

২৬/৫/২০১৪
ডা: রুহুল ফুরকান সিদ্দিক
উপপরিচালক (পার-১)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা
ও
সদস্য
তদন্ত কমিটি

২৬/০৫/১৪
সাইফুল ইসলাম তালুকদার
যুগ্ম মহাসচিব,
বিএফইউজে
জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা
ও
সদস্য
তদন্ত কমিটি

২৬/৫/১৪
ডা: মো: নজরুল ইসলাম
সদস্য, কার্য নির্বাহী পরিষদ
বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন
ও
সদস্য
তদন্ত কমিটি

২৬.০৫.১৪
সৈয়দা আনোয়ারা বেগম
যুগ্ম সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
ও
সভাপতি
তদন্ত কমিটি